ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা

স্বামী আত্মানন্দ
অধ্যক্ষ

১। মনকে জয় করলেই জগৎকে জয় করা যায়। একাগ্রতা শিক্ষা দ্বারাই মনকে সম্পূর্ণ সংযত করা সম্ভব। চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত মন মনুষ্য-জীবনে এনে দেয় — নিদারুণ অশান্তি, অতৃপ্তি এবং জীবন সংগ্রামের প্রতি পদে — পরাজয়; শক্তির হয় অপব্যয় ও অবক্ষয়।

জীবনে যে কোন বিদ্যার্জ্জনে ও কর্মসম্পাদনে, এমনকি, ক্ষুদ্রতম কার্যেও একাগ্রতা অভ্যাসই সর্ব বিষয়ে সাফল্য এনে দেয়। একাগ্রতা অভ্যাসে ধ্যানের যোগ্যতা লাভ হয় এবং অন্তরজগৎ ও বর্হিজগতের বহু রহস্য ধ্যান মগ্ন চিত্তে উদ্‌ঘাটিত হয়। জীবন যুদ্ধে ধ্যানই পরমবন্ধু এবং ধ্যানের ফলেই মানব জীবনের মূল্যবোধ ও সার্থকতা উপলব্ধ হয়।

২। আমরা যতই শান্ত হই, ততই আমাদের নিজেদের মঙ্গল, ততই আমরা আরো বেশি ভাল লেখাপড়া করতে পারি। যদি আমরা মনকে সংযত করতে না পারি তখনই মন চঞ্চল হয়ে ওঠে — আর এর ফলে যে কোন কাজ খুব কমই হয়। শান্ত মনই পারে বড়বড় যে কোন কাজের সফলতা এনে দিতে।

৩। জীবনে যে কোন ক্ষেত্রে — সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে, কৃষিতে, শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ফললাভ করতে হলে আমাদের লাগাতার চেষ্টা চালাতে হবে। যাঁরা আমাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই কঠোর শ্রমের জয়গান গেয়েছেন। তাঁদের জীবনের আদর্শ, কর্মের উৎসাহ, একাগ্রতা, তাঁদের চরম সাফল্যের নিদর্শন অন্যকে পথ দেখাবে, তাঁদের আদর্শকে সামনে রেখে আমরাও আনন্দের সঙ্গে নিজেদের কঠিন কর্তব্য করে যেতে পারলে জীবনকে সার্থক করে তুলতে পারব। আর এই কঠিন অধ্যবসায়ী-ই শ্রেষ্ঠ হয় — জয়ী হয়।

৪। হে মোর ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ — তোমরা খুবই সৌভাগ্যবান; কারণ — ভগবান তোমাদের এখানে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন এবং শিক্ষক/শিক্ষিকারাও খুবই ভাগ্যবান যে তারা এই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠানে তোমাদের বিদ্যাশিক্ষা অর্জনে সাহায্য করতে পারছেন। কাজেই তোমরা উভয়েই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার কর, মনুষ্য জীবন ধন্য কর। পরাবিদ্যা অধ্যয়নের সাথে সাথে অপরাবিদ্যা অধ্যয়ন করো। ভগবান সকলের ত্রিবিধ মঙ্গল করুণ।

ওঁ শান্তি ঃ ওঁ শান্তি ঃ ওঁ শান্তি।।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও বিদ্যাপীঠের সম্পাদকের কলমে কয়েকটি কথা

দোমড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমটি তৎকালীন জঙ্গল-মহল এলাকায় স্থাপন করেছিলেন বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন হতে দীক্ষিত খ্যাপা মহারাজ বা স্বামী কৃপানন্দজী মহারাজ ১৯৫৫ - ৫৬ সালে ব্রহ্মচারী অবস্থায় একটি মাটির বাড়িতে । পরে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং তার নাম হয় স্বামী কৃপানন্দজী মহারাজ । তার আগে তিনি দোমড়ায় একটি রামকৃষ্ণের নামে সেবাশ্রম ও একটি স্কুল তৈরী করার পরিকল্পনা করেন । আমাদের সেবাশ্রমের উত্তর দিকে জে প্রাথমিক বিদ্যালয়টি রয়েছে , সেই বিদ্যালয়টি তিনি স্থাপন করেন । ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ছিল নামেমাত্র। তখন বর্ধমান স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান নারায়ণ চৌধুরিকে আবেদন করেন যাতে বিদ্যালয়টি স্কুল বোর্ডের অধীনে যায় এবং শিক্ষকরা যাতে সরকার নির্ধারিত হারে মাইনে পান । নারায়ণ বাবু তাঁর অনুরোধ মতো ঐ প্রাথমিক বিদ্যালয়টি স্কুল বোর্ডের অধীনে নিয়ে আসেন এবং শিক্ষকগণ সরকার নির্ধারিত হারে বেতন পেতে থাকেন । দোমড়া গ্রামে তখন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অন্য কোন বিদ্যালয় ছিল না । তাঁর প্রতিষ্ঠিত ঐ বিদ্যালয় হতেই শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা পেতে থাকে । বিদ্যালয়ের পাশাপাশি একটি মন্দির স্থাপন করেন, সেখানে শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের মূর্তি স্থাপন করেন । এই মূর্তি স্থাপনে তাঁকে সহযোগিতা করেন বাঁকুড়ার ডাক্তার মহারাজ , কিশোরী মহারাজ ও রামময় মহারাজ । ঐ মূর্তি স্থাপনের পর হতে ঠাকুরের পূজা ও ভোগ নিয়মিতভাবে হয়ে আসছে । ঠাকুরের মূর্তির পাশে , পটে রয়েছেন শ্রী শ্রী মা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দ । এখানে শ্রী শ্রী মা সারদার মাথার চুল ও হাতের নখ আমাদের আশ্রমে রক্ষিত রয়েছে । কয়েক বছর আগে শ্রী শ্রী মা সারদার একটি মন্দির ও ঐ মন্দিরে সারদা মায়ের একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । সেবাশ্রমের শ্রী শ্রী দূর্গাপূজা এতদ অঞ্চলের মধ্যে খুবই আকর্ষনীয়, ষষ্টি থেকে ত্রয়োদশী পর্যন্ত অনুষ্ঠান হয় । ঐদিন গুলিতে ভক্তদের বসে প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা থাকে ।
অষ্টমীতে কুমারী পূজা হয় । বহু ভক্তের সমাগম হয় । ত্রয়োদশীতে মেলা , আতসবাজীর খেলা ও প্রতিমা নিরঞ্জন হয়ে থাকে ।

এই সেবাশ্রমে শ্রী শ্রী কালীপূজা , লক্ষীপূজা , সরস্বতীপূজা , শিবরাত্রি, স্নানযাত্রা, কল্পতরু উৎসব, বেলুর মঠ হইতে দীক্ষাদান ও বিদ্যাপীঠের অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি হয়ে থাকে । সেবামূলক কাজ ; শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীমা সারদাদেবীর জন্ম উৎসবে হাজার হাজার মানুষ প্রসাদ পেয়ে থাকে । এই উৎসব নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে (বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের উপস্থিতিতে) হয়ে থাকে । হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা , বস্ত্র ও কম্বল বিতরণ দুঃস্থমানুষদের মেডিক্যাল ক্যাম্প , বুকস্টল , উদ্বোধন গ্রাহকভূক্তি , দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র- ছাত্রীদের সাহায্য করা ইত্যাদি সেবাকাজ হয়ে থাকে । ভবিষ্যতে এখানে ফ্রী - টেলারিং, মধুচাষ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, বিউটিপার্লার , হাতের কাজ , ফ্রী-কোচিং , অঙ্কনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এবং ২০২৩ থেকে ১টি (CBSC) ইংলিশ মিডিয়াম ও ছাত্রাবাসের উদ্বোধন করা হবে। ক্ষ্যাপা মহারাজ ১৯৭২ সালের পরবর্তীকালে তাঁর অনুপস্থিতিতে আশ্রমটি চালাবার একটি রেজিস্টার্ড ট্রাস্ট বডি তৈরী করে যান । তিনি ট্রাস্ট দলিলে সেবাশ্রমকে শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ ভাবে বলে যান । বর্তমান মহারাজ বেলুড় মঠ ও মিশন হতে দীক্ষিত

হয়ে আসেন এবং নিত্যানন্দজী মহারাজের পর সেবাশ্রমটি চালাতে থাকেন। সে-সময় এই সেবাশ্রমটি চালানো ভীষন কঠিন হয়ে পড়ে, কারণ তিনি কাশী আশ্রমে যাবার জন্য উদ্বিগ্ন থাকেন এবং কাশী আশ্রমে চলে যান । সেখানে ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছ হতে নির্দেশ পেয়ে এই আশ্রমে চলে আসেন এবং এখানে এসে ট্রাস্ট বডিকে কতকগুলি শর্ত দিয়ে বলেন যে ঐগুলি মানা হলে তিনি দায়িত্ব নিবেন । সেইমতো ট্রস্টবডি তাঁর শর্ত মেনে নেন এবং তাঁকে ট্রাস্ট বডির সভাপতি করা হয় । তাঁরই প্রচেষ্টায় ও ট্রাস্টবডি এবং পরিচালক সমিতির উদ্যোগে এই বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা হয় ২০০৫ সালে এবং তার উদ্বোধন করেন তৎকালীন রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দজী মহারাজ , যিনি বর্তমানে মায়ের বাড়ি জয়রামবাটী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক । সে-সময় এই বিদ্যাপীঠের ছাত্র- ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৫১ জন মাত্র সেখানে বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৯০০ জন । এখানে বর্তমানে ৩৮ জোন যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক ও শিক্ষিকা রয়েছেন পূর্ণ সময়ের জন্য এবং আংশিক সময়ের জন্য । ১ জন করণিক ও ৩ জন শিক্ষাকর্মী রয়েছেন। আমাদের শিক্ষক / শিক্ষিকাগণ সকলেই ট্রেনিংপ্রাপ্ত। এখানে শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শমতো মানুষ গড়ার শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেন । সুতরাং সকলের সহযোগিতায় এবং ঠাকুর ,মা , ও স্বামীজীর আশীবাদে একটি আদর্শ শিক্ষানিকেতন তৈরী হোক ।

শ্রীনির্মলচন্দ্র ব্যানার্জী
সম্পাদক